سورة المعارج

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪৪ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾ مِّنَ
اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿۵﴾
اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ﴿۶﴾ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ﴿۷﴾ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ
كَالْمُهْلِ ﴿۸﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ﴿۹﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ﴿۱۰﴾
يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ﴿۱۱﴾
وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ﴿۱۲﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ﴿۱۳﴾ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ﴿۱۴﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ﴿۱۵﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ﴿۱۶﴾ تَدْعُوْا
مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ﴿۱۷﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿۱۸﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ﴿۱۹﴾
اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ﴿۲۰﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ﴿۲۱﴾ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۲۲﴾
الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ﴿۲۳﴾ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۲۴﴾ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ﴿۲۵﴾ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿۲۶﴾ وَ
الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ﴿۲۷﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَاْمُوْنٍ ﴿۲۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۲۹﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ
عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾
كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ
نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ
الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত---(২) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আপনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্‌গার ব্যক্তি মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সব-কিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান

অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হাহুতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে (২৪) এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল---নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে ---যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি (অস্বীকারের ছলে) চায় সেই আযাব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত (এবং) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই (এবং) যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের (অর্থাৎ আকাশসমূহের) মালিক। (যেসব সিঁড়ি বেয়ে) ফেরেশতাগণ এবং (ঈমানদারদের) রূহ্ তাঁর কাছে ঊর্ধ্বারোহন করে। (তাঁর কাছে অর্থ ঊর্ধ্ব জগত, যা তাদের ঊর্ধ্ব গমনের শেষ সীমা। এই ঊর্ধ্ব গমনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আযাব) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন কিছুটা আসল পরিমাণের কারণে এবং কিছুটা ভয়াবহতার কারণে দিনটি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ মনে হবে। কুফর ও অবাধ্যতার পার্থক্য হেতু এই দিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ বিভিন্নরূপ হবে---কারও জন্য অনেক বেশী এবং কারও জন্য কম। তাই এক আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্যই। হাদীসে আছে,

মু'মিনদের জন্য দিনটি এক ফরয নামায পড়ার সমান ছোট মনে হবে)। অতএব (আযাব যখন আসবেই) আপনি (তাদের বিরোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন ছবর, যাতে অভিযোগ নেই। (অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে এমন মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উচ্চারিত হয়ে যায়, বরং তাদের শাস্তি হবে---এই মনে করে সহ্য করে যান। তাদের অস্বীকার করার কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আযাবকে (অর্থাৎ এর বাস্তবতাকে) সুদূর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরূপে জানি বলে) একে আসন্ন দেখছি। (এই আযাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (রং-এ) তেলের তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়াতে كالدهان অর্থাৎ লাল চামড়ার ন্যায় বলা হয়েছে। লাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কালো মত রং হয়ে যায়। সুতরাং লাল ও কালো উভয়টিই শুদ্ধ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবর্তিত হয়ে অন্য রং হবে। কোন কোন তফসীরবিদের ন্যায় যদি এর তফসীরেও যয়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক হয়ে যাবে। সারকথা, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে) এবং পর্বত-সমূহ হয়ে যাবে রঙিন (ধুন করা) পশমের ন্যায় (যেমন অন্য আয়াতে كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ বলা হয়েছে অর্থাৎ উড়তে থাকবে। পর্বতও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে। তাই রঙিন বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে : وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) এবং (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না (যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَتَسَاءَلُونَ) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে অর্থাৎ (একে অপরকে দেখবে কিন্তু কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। সূরা সাফ্‌ফাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের কথা মতানৈক্যের ছলে আছে, সহানুভূতির ছলে নয়। তাই এই আয়াত সেই আয়াতের পরিপন্থী নয়। সেদিন) অপরাধী (অর্থাৎ কাফির) মুক্তিপণ-স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভ্রাতাকে, গোষ্ঠীকে, যাদের মধ্যে সে থাকত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে (আযাব থেকে) রক্ষা করতে চাইবে। (অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কাল পর্যন্তও যার জন্য জীবন উৎসর্গ করত, আজ তাকে নিজের স্বার্থে আযাবে সোপর্দ করে দিতে প্রস্তুত হবে কিন্তু) এটা কখনও হবে না। (অর্থাৎ কিছুতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না বরং) এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া (পর্যন্ত) তুলে দিবে। সে (নিজে) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দুনিয়াতে সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (ইবাদতে) বিমুখ হয়েছিল এবং

(অপরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে অথবা লালসাবশত) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভ্রষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ডাকা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে। অতঃপর আযাবের কারণ হয়, এরূপ অন্যান্য মন্দ স্বভাব ; তা থেকে মু'মিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ) মানুষ ভীরু সৃজিত হয়েছে। (মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে। সৃজিত হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম সৃষ্টির সময় থেকেই সে এরূপ বরং অর্থ এই যে, তার স্বভাবে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে এসব মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বভাবগত ভীরুতা নয় বরং ভীরুতার ইচ্ছাধীন মন্দ প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে (বৈধ সীমার বাইরে) হাহুতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন (জরুরী হক আদায়ে) কৃপণ হয়ে যায়। (এ হচ্ছে مَنْ اَدْبَرَ থেকে বর্ণিত আযাবের কারণসমূহের পরিশিষ্ট)। কিন্তু নামাযী (অর্থাৎ মু'মিন আযাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম ভুক্ত) যে তার নামাযের প্রতি ধ্যান রাখে (অর্থাৎ নামাযে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না)। এবং যার ধনসম্পদে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের হক আছে এবং যে প্রতিফল দিবসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তার পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তার স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় (সংযত রাখে না) ; কেননা তাদের বেলায় এতে কোন দোষ নেই। অতএব যারা এদের ছাড়া (অন্য জায়গায় যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে) চায়, তারাই (শরীয়তের) সীমালংঘনকারী। এবং যে তার আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষ্যদানে সরল--নিষ্ঠাবান। (তাতে কমবেশী করে না)। এবং যে তার (ফরয) নামাযে যত্নবান। তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্যজনক অবস্থা এবং কিয়ামতের অনস্বীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন পরিষ্কাররূপে সপ্রমাণ হয়েছে, তখন) কাফিরদের কি হল যে, (এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য) তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না করে সংঘবদ্ধ হয়ে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসে। সেমতে নবুয়তের খবর শুনে শুনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সত্যপন্থী মনে করত। এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জান্নাতের যোগ্য পাত্রও মনে করত, যেমন বলত : وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى

তাই এ বিষয়টি অস্বীকারের ছলে বলা হচ্ছে :) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে ? কখনই নয়। (কেননা জাহান্নামের কারণাদির উপস্থি-তিতে তারা জান্নাত কিরূপে পেতে পারে ? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিয়ামতকেও অস্বীকার করত ও অসম্ভব মনে করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেননা) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্য থেকে মানব সৃজিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নির্জীব বীর্য ও সজীব মানবের যতটুকু ব্যবধান মৃতের অংশ ও পুনরুজ্জীবিত মানবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নেই। কেননা, মৃতের অংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা। অতঃপর অন্যভাবে কিয়ামতের অসম্ভাব্যতা দূর করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) আমি শপথ করছি পূর্বাচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার (শপথের জওয়াব এইঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুনিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (সুতরাং অধিকতর গুণসম্পন্ন নতুন মানব সৃষ্টি করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয় না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে (লজ্জায়) অবনমিত এবং তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَأَلَ سَائِلٌ—سُؤَال শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে ب অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিলঃ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم হে আল্লাহ্! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন। (মাযহারী) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন। (মাযহারী) সে আল্লাহ্র কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

معارج শব্দটি معرج এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। معراج ও معرج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্য অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষণ ذى المعارج এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নিচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রা) ذى المعارج-এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ—অর্থাৎ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল আমীন' অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ—অর্থাৎ উল্লিখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি ---এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে। ---(মাযহারী)

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ يكون على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر ---অর্থাৎ এই দিনটি মু'মিনদের জন্য জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।---(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার অর্থাৎ কাফিরদের জন্য এতটুকু দীর্ঘ এবং মু'মিনদের জন্য এতটুকু খাট হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ আল্লাহ্‌র কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্ব গমন করেন এমন এক দিকে যা তোমাদের হিসাব

অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফিরদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মু'মিনদের জন্য এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবত কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশ বছরের ব্যবধান আছে। অতএব পাঁচশ বছর নিচে আসার এবং পাঁচশ বছর ঊর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কিয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا—এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা---বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ—حَمِيم শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না ---সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় বরং আল্লাহ্‌র কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ—لَظَىٰ শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شَوَىٰ শব্দটি شَوَاةٌ-এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ

জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, যা মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى—এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا—هلوع-এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য, ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধনসম্পদের লোভ করে। সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেনঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেনঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هلوع শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هلوع শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছেঃ

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا—অর্থাৎ মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হাহুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হাহুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ থেকে শুরু করে عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مصلين শব্দ বলে مؤمنين বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মু'মিন বলার যোগ্য

হতে পারে। অতঃপর তাদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى

صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ ---অর্থাৎ যে নামাযী তার সমগ্র নামাযে নামাযের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (র) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেনঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেনঃ না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ

يُحَافِظُوْنَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লিখিত মু'মিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেইঃ وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ---এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ---এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারামঃ অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেনঃ আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মকরূহ বললেন। তিনি আরও বললেনঃ আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ملعون من نكح يده অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য।---(মাযহারী)

সব আল্লাহ্‌র হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ---এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا---উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।---(মাযহারী)

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ---এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।---(মাযহারী)